বিশ্বাস: শব্দ এবং কর্ম

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

বিশ্বাস: শব্দ এবং কর্ম

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটির প্রস্তুতিতে প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রকাশক এখানে থাকা তথ্য ব্যবহার করার ফলে ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা ক্ষতির জন্য কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবেন না।

বিশ্বাস: শব্দ এবং কর্ম

প্রথম সংস্করণ। 10 নভেম্বর, 2024।

কপিরাইট © 2024 ShaykhPod Books.

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটি কর্মের সাথে বিশ্বাসের দাবিকে সমর্থন করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে। এই আলোচনা পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 130-134 এর উপর ভিত্তি করে:

"আর কে ইব্রাহীমের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে ছাড়া যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে। আর আমরা তাকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছিলাম এবং অবশ্যই সে পরকালে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন তার রব তাকে বললেন, "আনুগত্য কর" তখন সে বলল, "আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে [ইসলামে] আত্মসমর্পণ করেছি।" আর ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে এবং ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না, অথবা তোমরা সাক্ষী ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু আসলো।" যখন তিনি তার পুত্রদের বললেন, "আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে" তারা বলেছিল, "আমরা তোমার ঈশ্বর এবং তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ঈসাকের উপাসনা করব? এক ঈশ্বর। আর আমরা তাঁর [আনুগত্যশীল] মুসলমান।" এটি একটি জাতি ছিল যা অতিক্রম করেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

বিশ্বাস : শব্দ এবং কর্ম

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 130-134

وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ
ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٣٠

إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٣١

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم
مُّسۡلِمُونَ ١٣٢

أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِي قَالُواْ
نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ
١٣٣

تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٣٤

“আর কে ইব্রাহীমের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে ছাড়া যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে। আর আমরা তাকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছিলাম এবং অবশ্যই সে পরকালে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যখন তার রব তাকে বললেন, "আনুগত্য কর" তখন সে বলল, "আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে [ইসলামে] আত্মসমর্পণ করেছি।"

আর ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে এবং ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

অথবা তোমরা সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তারা বলেছিল, "আমরা তোমার ঈশ্বর এবং তোমার পূর্বপুরুষ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-এর ঈশ্বরের উপাসনা করব- এক ঈশ্বর এবং আমরা তাঁরই [আনুগত] মুসলিম।"

এটি একটি জাতি ছিল যা অতিক্রম করেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

“আর কে ইব্রাহীমের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে ছাড়া যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে। আর আমরা তাকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছিলাম এবং অবশ্যই সে পরকালে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন তার রব তাকে বললেন, "আনুগত্য কর" তখন সে বলল, "আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে [ইসলামে] আত্মসমর্পণ করেছি।" আর ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে এবং ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না, অথবা তোমরা সাক্ষী ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু আসলো।" যখন তিনি তার পুত্রদের বললেন, "আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে" তারা বলেছিল, "আমরা তোমার ঈশ্বর এবং তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ঈসাকের উপাসনা করব? এক ঈশ্বর। আর আমরা তাঁর [আনুগত্যশীল] মুসলমান।" এটি একটি জাতি ছিল যা অতিক্রম করেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

মহান আল্লাহ, মক্কার অমুসলিমদের এবং কিতাবের লোকদের মনোভাবের সমালোচনা করেন, যারা উভয়েই হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারের পতাকাবাহী বলে দাবি করেছিলেন, যদিও তারা উভয়েই তাঁর নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। উপায়, যার ফলে নিজেদের থেকে বোকা বানানো। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 130:

" *আর কে ইব্রাহীমের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে ছাড়া যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে..."*

তারা তাঁর পথের বিরোধিতা করেছিল কারণ তাঁর পথের সাথে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য জড়িত ছিল, তাঁকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল তা তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। কিতাবের লোকেরা এবং মক্কার অমুসলিমরা তাঁর পথের বিরোধিতা করেছিল কারণ এটি তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 130:

" *আর কে ইব্রাহীমের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে ছাড়া যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে...*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিম এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে নিজেদেরকে বোকা বানিয়ে ফেলতে পারে যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পথের সাথে সাংঘর্ষিক এবং বিশ্বাস করে যে তারা উভয় জগতেই সফলতা পাবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকতে পারে, যখন বিশ্বাস করে অন্য কেউ বিচারের দিন তাদের রক্ষা করবে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যস্থতা একটি সত্য এবং অনেক ইসলামী শিক্ষায় আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নং হাদিস পাওয়া যায়, তবুও কিছু মুসলিম এখনও যাবেন না। জাহান্নাম। যেহেতু জাহান্নামের একটি মুহূর্ত অসহনীয়, একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ তারা কেবল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশকে উপহাস করছে। একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থেকে নিজেকে বোকা বানাতে পারে, যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর রহমতের আশা রাখে। মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা, যেমনটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর

আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা এবং তারপর এই আশা করা যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন। অবাধ্যতা সবসময় ইচ্ছাপূর্ন চিন্তার সাথে যুক্ত এবং ইসলামে এর কোন মূল্য নেই। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আশার মধ্যে এই পার্থক্যটি জামি আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকে নিজেদেরকে বোকা বানিয়ে মনের শান্তি বিশ্বাস করে এবং পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণের মধ্যেই নিহিত থাকে। যেহেতু মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাস, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে, সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে যা তাঁকে খুশি করার উপায়ে দৈব শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, তারাই তা পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে সে মানসিক চাপ, দুর্দশা এবং অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই পাবে না, এমনকি যদি তার কাছে সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্ত থাকে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অন্যরা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে বলে বিশ্বাস করে নিজেদেরকে বোকা বানিয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর আনুগত্য করা তখনই কারো উপকারে আসবে যখন তা দুনিয়াতে করা হবে। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 57:

"সুতরাং সেদিন তাদের অজুহাত অন্যায়কারীদের উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

কেউ কেউ নিজেদেরকে মূর্খ মনে করে যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন যদিও তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর আমল করে। . তাই একজনকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলি এড়িয়ে চলতে হবে, এমনকি যদি এটি ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করে কারণ জ্ঞানের অন্যান্য উত্সগুলিতে যত বেশি

কাজ করা হয়, তত কম তারা নির্দেশনার দুটি উত্সের উপর কাজ করবে: পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবীর ঐতিহ্য। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কোনো বিষয় যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয় তা আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করবেন। , মহিমান্বিত।

তাই একজনকে অবশ্যই সব ধরনের বিভ্রান্তিকর মনোভাব এবং বাঁকানো বিশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে যা তাদের নিজেদেরকে বোকা বানানোর কারণ করে। পরিবর্তে, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পথ অনুসরণ করতে হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন যে, একজন ব্যক্তি তখনই তাঁর বিশেষ রহমত লাভ করবে, যা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়, যখন তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারকে মেনে চলে এবং তাঁর অনুসরণ করে। পথ, যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকার। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 130:

"... *এবং আমরা তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, এবং অবশ্যই তিনি পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।*"

এই বক্তব্যটি এটা পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট যে, একমাত্র জিনিস যা একজন ব্যক্তিকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয় তা হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। অন্য সকল মান, যেমন লিঙ্গ, জাতি, বংশ এবং সামাজিক মর্যাদা, একজনের পদমর্যাদা নির্ধারণের সময় মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন প্রভাব রাখে না। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এটি ছিল বইয়ের লোকেরা এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ের জন্য আরেকটি সমালোচনা যারা বিশ্বাস করেছিল যে তাদের বংশই তাদের পরিত্রাণের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 130:

"... *এবং আমরা তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, এবং অবশ্যই তিনি পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।*"

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কেউ যদি পরকালে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে মিলিত হতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই তাঁর পথ অনুসরণ

করতে হবে, যা সৎ পথ। এর মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি এই পৃথিবীতে ধার্মিকদের সঙ্গীও অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ এটি তাদের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণের দিকে নিয়ে যায়, যা ফলস্বরূপ একজনকে ধার্মিকতা গ্রহণে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি একদল লোকের কর্মকে অবলম্বন করে তাকে তাদের থেকে বিবেচনা করা হয়। সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি খারাপ সঙ্গীকে অবলম্বন করবে সে নিঃসন্দেহে তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে এবং তাই তাদের থেকে বিবেচনা করা হবে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

সহীহ বুখারি নং 3688- এ পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি আখেরাতে যাদেরকে ভালোবাসে তাদের সাথে থাকবে। এটা স্পষ্ট যে সত্যিকারের ভালবাসা কথার মাধ্যমে নয় কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যা কার্যত ধার্মিক পূর্বসূরিদের অনুসরণ করে। অন্যথায় প্রেমের মৌখিক ঘোষণাই যথেষ্ট হলে এর অর্থ দাঁড়াবে যে, অন্যান্য জাতি যারা বিশ্বাস করে এবং তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, আখেরাতে তাদের সাথেই শেষ হবে। স্পষ্টতই এটি এমন নয়, কারণ তারা তাদের নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তারা মৌখিকভাবে তাদের ভালবাসার দাবি করে।

মহান আল্লাহ অতঃপর স্পষ্ট করে বলেন যে, তিনি মহান আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের কারণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে মনোনীত করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 131:

" যখন তার রব তাকে বললেন, "আনুগত্য কর" তখন সে বলল, "আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে (ইসলামে) আত্মসমর্পণ করেছি।"

এটি আরও বইয়ের লোকদের এবং মক্কার অমুসলিমদের সমালোচনা করে, এবং বর্ধিতভাবে, মুসলমানদের সতর্ক করে যে, মহান আল্লাহ পার্থিব কারণের উপর ভিত্তি করে লোকেদের প্রতি তাঁর রহমত প্রদান করেন না, যেমন বংশ। তাঁর করুণা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ কার্যত তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত । একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যখন মহান আল্লাহকে মান্য করার চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সমাজ, ফ্যাশন, সংস্কৃতি বা তাদের নিজস্ব ইচ্ছাকে অনুসরণ ও আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়, তখন তারা মৌখিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ঘোষণা করলেও কার্যত এসবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। . এইভাবে কিতাবের লোকেরা এবং মক্কার অমুসলিমদের আচরণ ছিল এবং তারা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারের স্পষ্ট বিরোধিতা করেছিল। এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তাদের অবশ্যই কিছু বা কারো কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। এই জমাটি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, অন্য মানুষ, সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি বা ঈশ্বরের কাছে হোক না কেন। অতএব, কেউ যদি তাদের নিয়ত, কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে অন্য কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, তিনি বিশ্বজগতের মহান প্রভু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা পরিপূর্ণতার সাথে জড়িত নয়। এটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা এবং নিজের আচরণ সংশোধন করে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া জড়িত। এবং যখনই তারা কোন পাপ করে তখনই মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি আচরণ করুন। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 131:

" *যখন তার রব তাকে বললেন, "আনুগত্য কর" তখন সে বলল, "আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে (ইসলামে) আত্মসমর্পণ করেছি।"*

বিশ্বজগতের প্রভুর উল্লেখ করা হয়েছিল সম্ভবত এই সত্যটি তুলে ধরার জন্য যে কেউ যদি মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে তিনি নিশ্চিত করবেন যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে কারণ তিনি একাই সমগ্র মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে, যা তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, সে উভয় জগতে চাপ, দুশ্চিন্তা ও ঝামেলা ছাড়া কিছুই পাবে না, যদিও তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয়। বিশ্বজগতের প্রভু, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ সমগ্র মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ তারপর এই সত্যটি তুলে ধরেন যে, মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করাই ছিল মহানবী ইব্রাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকার, যা তাঁর সন্তানদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ, তাঁর নাতি, নবী ইয়াকুব সহ তাঁর বংশধরগণ। , তাঁর উপর সালাম, অনুরূপ করেছেন. অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 131-132:

“ যখন তার রব তাকে বললেন, “আবেদন কর”, তখন সে বলল, “আমি [ইসলামে] আত্মসমর্পণ করলাম। বিশ্বজগতের পালনকর্তার কাছে।" এবং ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার ছেলেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, তাই মৃত্যু ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবেন না। তুমি মুসলমান।"

মহানবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তিনি কিতাবের লোকদের পূর্বপুরুষ ছিলেন যারা ইসরাইল সন্তান হিসেবেও পরিচিত ছিলেন, অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান। এটি কিতাবের লোক এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ের জন্যই আরেকটি সমালোচনা ছিল যে তারা কীভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারের বিরোধিতা করছে: মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলার উত্তরাধিকার। এই বিরোধিতা চরমে পৌঁছেছিল যখন তারা উভয়েই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যদিও উভয় দলই ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিল।

মক্কার অমুসলিমরা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বে ৪০ বছর অতিবাহিত করেছিল এবং সেজন্য তিনি জানতেন যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 16:

"...কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

এবং যেহেতু তারা আরবি ভাষার মাস্টার ছিল, তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল যে পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্ট সত্তার শব্দ নয়। কিন্তু ইসলাম তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হওয়ায়, মক্কার অমুসলিমদের অনেকেই ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাই তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মেনে চলার উত্তরাধিকারের বিরোধিতা করেছিল।

কিতাবের লোকদের জন্য, তারা পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল যেহেতু তারা এর লেখক, মহান আল্লাহ, মহানের সাথে পরিচিত ছিল এবং তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কেই চিনতে পেরেছিল, যেমন তাদের উভয়ই ছিল। তাদের ঐশ্বরিক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

কিন্তু ইসলাম তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হওয়ায়, বইয়ের অধিকাংশ লোক ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাই তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম

(আঃ)-এর আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করার উত্তরাধিকারের বিরোধিতা করেছিল।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 132:

" এবং ইব্রাহীম তার পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার ছেলেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

মুসলমানদের অবশ্যই পরবর্তী প্রজন্মকে মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) এর মতো উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করতে উত্সাহিত করতে হবে। উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্যে ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখা এবং কাজ করা জড়িত যাতে অন্যরা তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এর সত্যতা স্বীকার করে। অতঃপর মুসলমানদেরকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখানোর জন্য সময় উৎসর্গ করতে হবে, যাতে তারা অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা বুঝতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সারা জীবন ইসলামের শিক্ষার উপর অটল থাকবে। এটা লক্ষ্য করা দুঃখজনক যে কিভাবে অধিকাংশ মুসলিম পিতামাতা পরবর্তী প্রজন্মকে পার্থিব জ্ঞান শেখানোর জন্য অত্যন্ত আগ্রহী যা পার্থিব সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় তবুও তারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে অবহেলা করে এবং পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা অন্যদের হাতে তুলে দেয়, যদিও তাদের সন্তানদের শেখানো তাদের কর্তব্য। ইসলামের ভিত্তি সরাসরি। যদিও পরবর্তী প্রজন্মকে জাগতিক জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা প্রশংসনীয়, তবুও মা-বাবাকে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের শিক্ষাকে অবহেলা করা উচিত নয়। বাচ্চাদের মসজিদে পাঠানো শেখার

জন্য কিভাবে পবিত্র কুরআন না বুঝে তেলাওয়াত করা যায় তা যথেষ্ট নয়। একজন কিশোরকে প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, অন্ধ অনুকরণ নয়, অন্যথায় তারা কেবল সময়ের সাথে সাথে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে কারণ তারা ইসলামকে সংস্কৃতির একটি অংশ হিসাবে পালন করবে যা সময়ের সাথে সাথে বাতিল করা যেতে পারে। যখন কেউ প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তারা বুঝতে পারবে যে ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা, যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং প্রয়োগ করা উচিত যখন তারা প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 132:

" এবং আব্রাহাম তার পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে বেছে নিয়েছেন..."

মহান আল্লাহ ইসলামকে মানবজাতির জন্য ধর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছেন কারণ এটি তাদের প্রকৃতির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এবং এটি উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। যেহেতু মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জানেন কোন আচরণবিধি তাদের প্রকৃতি ও ক্ষমতার সাথে খাপ খায়। যখন কেউ এই ঐশ্বরিক আচরণবিধি পরিত্যাগ করে এবং পরিবর্তে মানুষের তৈরি আচরণবিধি অনুসরণ করে তখন এটি কেবলমাত্র একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, কারণ এটি মানুষের প্রকৃতির জন্য পুরোপুরি ডিজাইন করা হয়নি। মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ যতই অগ্রগতি করুক না কেন, তারা কখনই নিখুঁত আচরণবিধি তৈরি করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার

দিকে পরিচালিত করে। এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য যে যার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা ভারসাম্যহীন সে কখনই মানসিক শান্তি পাবে না। তাই একজনকে ইসলামের শিক্ষাকে তাদের নিজেদের স্বার্থে মেনে নিতে হবে এবং কাজ করতে হবে ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, যদিও তাদের তেতো ওষুধ দেওয়া হয়। একটি কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 132:

" এবং ইব্রাহীম তার পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার ছেলেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে আজকে মুসলমান হওয়া মানে আগামীকাল একজন মুসলমান মারা যাবে না। এর কারণ হল বিশ্বাস হল একটি গাছের মত যা আনুগত্যের কাজ দ্বারা পুষ্ট করা আবশ্যক। একটি উদ্ভিদ যেমন পানির মতো পুষ্টি লাভ করতে ব্যর্থ হলে মরে যায়, তেমনি একজন মুসলমানের ঈমানও ভালো হতে পারে যদি তারা আনুগত্যের মাধ্যমে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে যাতে তারা মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করে। সহীহ মুসলিম, ৭২৩২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তি যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। সুতরাং যদি সে একজন দৃঢ় মুসলিম হিসেবে মারা যায়। ,

অতঃপর তাদেরকে দৃঢ় মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এবং একজনের মৃত্যুর অবস্থা তাদের জীবনযাত্রার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 132:

" এবং ইব্রাহীম তার পুত্রদের [একই করতে] এবং [তাই] ইয়াকুবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, [বলেছিলেন], "হে আমার ছেলেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

এটি এই সত্যটিকেও তুলে ধরে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, কারণ একজন ধার্মিক ব্যক্তির সাথে তার বংশ বা সংযোগ তাদের রক্ষা করবে না যদি তারা মহান আল্লাহকে মানতে ব্যর্থ হয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার গুরুত্ব আরও তুলে ধরেছেন এবং অতীতের নবীগণ, যেমন কিতাবের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এই মনোভাবের উপর অটল ছিলেন। এবং সর্বদা পরবর্তী প্রজন্মকে একই কাজ করতে উত্সাহিত করে। আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, তাদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এই পৃথিবীতে তাদের শেষ মুহূর্তেও তারা এটি নিয়ে আলোচনা করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 133:

"অথবা তোমরা কি সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, "আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?"...

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর শেষ মুহূর্তে যখন তিনি মানুষকে ফরজ নামাজ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ তারা একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। সুনানে ইবনে মাজা, 2698 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

এটি ছিল সেই বইয়ের লোকদের আরেকটি সমালোচনা যারা দাবি করেছিল যে তারা তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, তবুও মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার এবং অন্যদেরকে অনুরোধ করার জন্য তাঁর মনোভাব অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একই কাজ করুন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 133:

"অথবা তোমরা কি সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, "আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?"...

হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পরে কার ইবাদত করবে তা জিজ্ঞাসা করেননি বরং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা তাঁর পরে কার ইবাদত করবে। তিনি তার সন্তানদের মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে মানুষ যেভাবে জীবিত সত্ত্বার উপাসনা

করতে পারে, ঠিক সেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং নিজের ইচ্ছার মতো প্রাণহীন জিনিসের পূজা করা যায়। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

তাই একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা অন্য সব কিছুর চেয়ে মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যকে প্রাধান্য দেবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আনুগত্য করা এবং অন্যান্য বিষয় অনুসরণ করাকে অগ্রাধিকার দেয় সে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং দুর্দশা দেখা দেবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহান আল্লাহ তখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর সন্তানদের আন্তরিকতাকে তুলে ধরেন, যা তাদের বংশধরদের তথা কিতাবের লোকদের মধ্যে থাকা অকৃত্রিমতার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 133:

" *না কি তোমরা সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, "আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?" তারা বলেছিল, "আমরা তোমার ঈশ্বর এবং তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও*

ইসহাক- এর ঈশ্বরের উপাসনা করব - এক ঈশ্বর এবং আমরা তাঁরই [আনুগত্য] মুসলিম।"

তারা তাদের দাদা হযরত ইসহাক (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করার পূর্বে তাদের মহান চাচা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করার বিষয়টি ইঙ্গিত করে যে, কিতাবের লোকদের বিপরীতে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানরা। , হযরত ইসমাঈল (আঃ) বা তাঁর বংশের প্রতি কোন ঈর্ষা পোষণ করেননি, যার মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিবর্তে, তারা ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ পরিবার যারা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

বিপথগামী লোকদের দ্বারা প্রবর্তিত তাদের আসমানী কিতাবের পরিবর্তনের কারণে, কিতাবেরা তাদের পুরো বিশ্বাস তাদের বংশের উপর ভিত্তি করে। তারা দাবি করেছিল যে এটি তাদের বংশ যা তাদের বাকি মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে এবং তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রত্যাখ্যান করার একটি কারণ ছিল কারণ তিনি ভিন্ন বংশের ছিলেন। তাকে গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করা তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিকে ধ্বংস করবে এবং এটি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবির সরাসরি বিরোধিতা করবে। এটা তারা মেনে নিতে পারেনি। তাই তাদের পুরো মনোভাব তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের পথের সম্পূর্ণ বিপরীত।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 133:

" না কি তোমরা সাক্ষী ছিলে যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, "আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?" তারা বলেছিল, "আমরা তোমার ঈশ্বর এবং তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক- এর ঈশ্বরের উপাসনা করব - এক ঈশ্বর এবং আমরা তাঁরই [আনুগত্য] মুসলিম।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি মুসলিমদের তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং পার্থিব বিষয়ের উপর বিশ্বাসের সাথে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার গুরুত্বকে নির্দেশ করে। দুঃখজনকভাবে, আজকের বেশিরভাগ মুসলমানদের মধ্যে বিপরীতটি সত্য যারা পার্থিব বিষয়ে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে বেশি চিন্তিত। যদিও জাগতিক বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া ইসলামে গ্রহণযোগ্য তবুও এটিকে নিজের বা তাদের নির্ভরশীলদের সম্মানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়। পার্থিব বিষয়গুলি কেবল একজনের ধর্মীয় বিষয়ের সেবা করার একটি উপায় যাতে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। এটি অর্জিত হয় যখন তারা তাদের পার্থিব সম্পদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐতিহ্য।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দেন যে, যদি তারা নিজেরাই মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয় তবে তার বংশ তাদের দুনিয়াতে বা পরকালে কোনো সাহায্য করবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 134:

" এটি এমন একটি জাতি ছিল যা চলে গেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

এটি কিতাবের লোকেরা, মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা গৃহীত ভ্রান্ত বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয় এবং এমনকি আজকে কিছু মুসলমানের দ্বারা, যারা বিশ্বাস করে যে তাদের বংশ এবং ধার্মিক লোকেদের সাথে সম্পর্ক, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে সম্পর্ক যথেষ্ট। উভয় জগতে তাদের পরিত্রাণের গ্যারান্টি দিতে। এটি বিশ্বাস করা মহান আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক, কারণ এটি পরামর্শ দেয় যে তিনি পক্ষপাতমূলক আচরণ করেন এবং এমনকি বর্ণবাদী আচরণ করেন যখন তিনি না করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার এই মনোভাবের বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, তিনি স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছিলেন যে একজন ব্যক্তির বংশধর যদি তাদের ভাল কাজের অভাব থাকে তবে বিচারের দিন তাদের অগ্রসর হবে না। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

"এবং মানুষের জন্য এমন কিছু নেই যা [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে।"

এবং অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 33:

" হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তার পুত্রের কোন উপকারে আসবে না এবং কোন পুত্র তার পিতার কোন উপকারে আসবে না..."

তাই একজন মুসলমানকে কার্যত তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যাতে তারা পরকালে তাদের সাথে যোগ দিতে পারে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি তারা অবাধ্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তবে বিচারের দিন তাদের সাথে একত্রিত হতে পারে। সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 134:

" *এটি এমন একটি জাতি ছিল যা চলে গেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।*"

এই আয়াতটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের নিজেদের অলসতা বা নিজেদের খারাপ আচরণকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য অন্যদের কাজের সাথে তাদের নিজের কাজের তুলনা করার মানসিকতা এড়িয়ে চলতে হবে। এটি প্রায়শই ঘটে যখন কেউ ক্রমাগত তাদের আচরণের সাথে অন্যদের আচরণের তুলনা করে যারা তাদের চেয়ে খারাপ দেখায়। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমান যে নামাজ পড়ে না সে নিজেকে একজন খুনীর সাথে তুলনা করবে যার ফলে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের অভাব জায়েজ হবে। আয়াত 134 এর শেষের দ্বারা নির্দেশিত, এই মনোভাব একজন মূর্খ ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে ভাল বোধ করতে পারে তবে এটি পরকালে তাদের সাহায্য করবে না, কারণ একজন ব্যক্তিকে অন্যের আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না এবং তাদের সাথে তুলনা করা হবে না। অন্যদের আচরণ। প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে যে একক মানদণ্ডের তুলনা করা হবে তা হল মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এই যুগে, এটি বোঝায় যে একজন ব্যক্তি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য সম্পর্কে কতটা শিখে এবং আমল করে।

একইভাবে, একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের অভাবের জন্য অজুহাত তৈরি করা উচিত নয়, এই দাবি করে যে অন্যরা মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তার এই দাবি করে নিজেকে আরও ভালো বোধ করা উচিত নয় যে অন্য কারো পক্ষে ইসলামিক জ্ঞান অধ্যয়নের জন্য তাদের শক্তি এবং সময় উৎসর্গ করা সহজ কারণ তারা শুধুমাত্র খণ্ডকালীন কাজ করে। একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি কেবল অলসতাকে বাড়িয়ে তুলবে। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, যদিও এর অর্থ তারা অন্যদের তুলনায় কম ভাল কাজ করে, কারণ আল্লাহ, মহান, পরিমাণ নয় গুণমান দেখেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 134:

“ *এটি এমন একটি জাতি ছিল যা চলে গেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।*"

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের নিজস্ব আচরণে মনোনিবেশ করার জন্যও স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ বিচারের দিনে এই বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। যে সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে না, যেমন পূর্ববর্তী প্রজন্মের আচার-আচরণ, এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা শুধুমাত্র একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। জামে আত

তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপদেশ দেওয়ার একটি কারণ যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমানকে উত্তম করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা উদ্বেগহীন বিষয়গুলো পরিহার করে। তাদের তাই একজনের ব্যবসার প্রতি মনোযোগী হওয়া অবশ্যই একজনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

